চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জে বিএসএফের গুলিতে দুরুল হুদার মৃত্যুর অভিযোগ

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন

অধিকার

১৬ মে ২০১২ চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ থানার হুদমাপাড়া গ্রামের কৃষক আবজাল হোসেন ও সুরাতন বেগমের ছেলে মোঃ দুরুল হুদা (২৪) ভারত এবং বাংলাদেশ সীমান্তের ১৮১/৮ এস পিলারের কাছে ভোর রাত আনুমানিক ৩.৩০ টায় যখন ভুট্টা ক্ষেত পাহাড়া দিচ্ছিলেন তখন হঠাৎ বিএসএফ সদস্যরা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে মোঃ দুরুল হুদার দিকে খুব কাছ থেকে গুলি ছোঁড়ে। তিনি একই দিন অর্থাৎ ১৬ মে ২০১২ রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সকাল আনুমানিক ৯.৪৫ এ মারা যান বলে তাঁর পরিবারের অভিযোগ।

ছবি ১ ও ২ ঃ দুরুল হুদা এবং তাঁর জাতীয় পরিচয়পত্র।

অধিকার ঘটনাটি সরেজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানকালে অধিকার কথা বলে-

- নিহতের আত্মীয়-স্বজন
- প্রতিবেশী
- লাশের গোসলদানকারী
- ময়না তদন্তকারী চিকিৎসক এবং
- আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের সঙ্গে।

সুরাতন বেগম (৫৫), নিহতের মা

সুরাতন বেগম অধিকারকে জানান, বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের ১৮১/ ৮ এস পিলারের কাছাকাছি জায়গায় তাঁদের ভুট্টা ক্ষেত রয়েছে। ১৫ মে ২০১২ রাত আনুমানিক ১০.০০ টায় তাঁর ছেলে দুরুল হুদা ভুট্টা ক্ষেত পাহাড়া দেয়ার জন্য যায়। ১৬ মে ২০১২ ভুট্টা ক্ষেত পাহাড়া দেয়ার সময় ভোর রাত আনুমানিক ৩.৩০টায় ১০/১৫ জন বিএসএফ সদস্য হঠাৎ করেই তাঁর ছেলের দিকে গুলি করে এবং গুলি করার পর বিএসএফ সদস্যরা দুরুলকে ফেলে রেখে গেলে সে বাঁচার জন্য আর্তচিৎকার করতে থাকে। আর্তচিৎকার শুনে এলাকার লোকজন সেখানে যায় এবং দেখতে পায় যে, দুরুল গুলিবিদ্ধ হয়ে ভুট্টা ক্ষেতের পাশে মাটিতে পড়ে আছে। রাত আনুমানিক ৪.০০টায় এলাকার

লোকজনের কাছে তিনি খবর পান যে, বিএসএফ সদস্যরা দুরুলকে গুলি করেছে। খবর পেয়ে তাঁর স্বামী বাড়ির অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে ভুট্টা ক্ষেতে যান এবং দুরুলকে বাড়িতে নিয়ে আসেন। সে সময় তিনি দুরুল এর নাভী থেকে রক্তক্ষরণ হতে দেখেন। এরপর তাঁর বড় ছেলে মোঃ আতাউর রহমান, ছেলের বউ মোসাম্মৎ সকিনা ও মোঃ খাদিমুল ইসলামসহ কয়েকজন প্রতিবেশী দুরুলকে চিকিৎসার জন্য মাইক্রোবাসে করে রাজশাহী নিয়ে যায়। আতাউর তাঁকে রাজশাহী থেকে মোবাইল ফোনে জানায় যে, কদমতলার কাদিরগঞ্জের গ্রেটার রোডে ডলফিন ক্লিনিকে দুরুলকে ভর্তি করে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়েছে। এরপর সেখান থেকে দুরুলকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। আতাউর তাঁকে ১৬ মে সকাল আনুমানিক ১০.০০ টায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে জানায় যে, সকাল আনুমানিক ৯.৪৫ টায় দুরুল মারা গেছে।

ছবিঃ (৩) এই ভুট্টা ক্ষেতেই দুরুল পাহাড়া দিচ্ছিল

ছবিঃ (৪) এই ভুট্টা ক্ষেতের পাশে ১৮১/১ এস পিলার

আবজাল হোসেন (৬০), নিহতের পিতা

আবজাল হোসেন অধিকারকে জানান, বাংলাদেশ সীমান্তের ১৮১/৮ এস সীমান্ত পিলারের কাছে তাঁর ভুট্টা ক্ষেত রয়েছে। ১৫ মে ২০১২ রাত আনুমানিক ১০.০০ টায় তাঁর ছেলে দুরুল হুদা ভুট্টা ক্ষেত পাহাড়া দেয়ার জন্য যায়। ১৬ মে ২০১২ ভোর রাত আনুমানিক ৩.৩০ টায় তিনি গুলির শব্দ এবং এর কিছুক্ষণ পর গ্রামবাসীর চিৎকার শুনতে পান। গুলির শব্দে তিনি ধারণা করেছিলেন যে, হয়তো সীমান্তে বিএসএফ সদস্যরা ফাঁকা গুলি ছুঁড়েছে। এর কিছুক্ষণ পরই তিনি গ্রামবাসীর কাছে জানতে পারেন যে, বিএসএফ সদস্যরা তাঁর ছেলেকে গুলি করেছে। তিনি তখন ১৮১/৮ এস সীমান্ত পিলারের কাছে যান এবং দুরুলকে বাড়িতে নিয়ে আসেন। তিনি দেখেন যে, দুরুলের নাভীর নিচে গুলিবিদ্ধ হওয়ায় রক্তক্ষরণ হচ্ছে। তিনি সে সময়েই দুরুলকে চিকিৎসার জন্য তাঁর বড় ছেলে আতাউরের মাধ্যমে দ্রুত রাজশাহীতে পাঠান। ১৬ মে ২০১২ আতাউর তাঁকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে মোবাইল ফোনে জানায় যে, সকাল আনুমানিক ৯.৪৫ টায় দুরুল মারা গেছে।

আলম (৩০), নিহতের চাচাত ভাই

আলম অধিকারকে জানান, ১৬ মে ২০১২ ভোর রাত আনুমানিক ৩.৩০ টায় তিনি ভারত এবং বাংলাদেশ সীমান্তের ১৮১/৮এস পিলারের কাছে গুলির শব্দ শুনতে পান। সে সময়ে তিনি কয়েকজন গ্রামবাসীকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর চাচাত ভাই দুরুলের ভুট্টা ক্ষেতে যান। তিনি দেখতে পান যে, গুলিবিদ্ধ অবস্থায় ভুট্টা ক্ষেতের আইলের পাশে দুরুল মাটিতে পড়ে চিৎকার করছে এবং বিএসএফ সদস্যরা তাকে গুলি করে চলে গেছে সেটা বলছে। তিনি দুরুলের নাভির নিচে গুলিবিদ্ধ হওয়ার চিহ্ন দেখেন যেটা কোমরের পেছনের ডান পাশ থেকে বের হয়ে যাওয়ার চিহ্ন রয়েছে। এছাড়াও দুরুলের ডান কনুইয়ের নিচে থেঁতলে গেছে। তখন দুরুল তাঁকে জানায় যে, ভুট্টা ক্ষেত পাহারা দেয়ার সময়ে বিএসএফ সদস্যরা হঠাৎ করেই দুরুলকে গুলি করে। তিনি প্রথমে গুলিবিদ্ধ দুরুলকে গ্রামবাসীর সহযোগিতায় চৌকিতে শুইয়ে বাড়িতে নিয়ে যান এবং সেখান থেকে দুরুলকে রাজশাহীর কদমতলা কাদিরগঞ্জ, গ্রেটার রোডে ডলফিন ক্লিনিকে নিয়ে যান। সেখান থেকে দুরুলকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হয়। ১৬ মে ২০১২ সকাল আনুমানিক ৯.৪৫ টায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় দুরুলের মৃত্যু হয়। বিকাল আনুমানিক ৫.৩০ টায় তিনি দুরুলের লাশ গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যান। সন্ধ্যা আনুমানিক ৭.৩০ টায় দুরুলের লাশ জানাজা শেষে গ্রামের কবরস্থানে দাফন করা হয় বলে জানান।

ছবি: (৬) আজমতপুর সীমান্তে ভারতীয় কাঁটাতারের বেড়া

মোঃ ছালাম (ছদ্মনাম), দুরুল হুদার প্রতিবেশী

মোঃ ছালাম অধিকারকে জানান যে, ১৬ মে ২০১২ ভোররাত আনুমানিক ৩.৩০ টায় ভারত ও বাংলাদেশ সীমান্তের ১৮১/৮ এস পিলারের কাছে তিনি গুলির শব্দ শুনতে পান। তিনিসহ কয়েকজন গ্রামবাসী[১] ধান কাটার জন্য ওই পথ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময়ে দুরুলকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় ভুট্টা ক্ষেতের আইলের পাশে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখেন এবং দুরুলের কাছে গিয়ে নাভির নিচে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় দুরুলকে চিৎকার করতে দেখেন। তিনি এবং তাঁর সঙ্গের লোকজন দুরুলের গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনায় অন্যান্য গ্রামবাসীকে সাহায্যের জন্য ডাকেন। সেখান থেকে সবাই মিলে দুরুলকে প্রথমে তাঁর বাড়িতে আনেন। এরপর মাইক্রোবাসে করে দুরুলকে রাজশাহী নেয়া হয়। তিনি আরও বলেন, ভারতের শ্বশানী ক্যাম্পের বিএসএফ সদস্যরা অহরহই তাদের ইচ্ছে অনুযায়ী ভারতীয় সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশ সীমান্তে প্রবেশ করে। প্রায়ই বিএসএফ সদস্যরা কখনো ফাঁকা গুলি ছুঁড়ে, আবার কখনো বাজি-পটকা ফাটিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। বিএসএফ সদস্যরা কখনো কখনো গ্রামের লোকজনকেও অহেতুক ধরে নিয়ে যায় এবং মারধর করে বলে তিনি জানান। ১৫ মে ২০১২ সন্ধ্যা আনুমানিক ৮.৩০ টায় ভারতের শ্বশানী বিএসএফ ক্যাম্পের কিছু সদস্য বাংলাদেশ সীমান্তের ভেতরে ঢুকে লোকজনের সঙ্গে খারাপ আচরন করে এবং ভয়ভীতি দেখায়। গ্রামের লোকজন বিএসএফ সদস্যদের এধরণের আচরনে বিক্ষুদ্ধ হয়ে ওঠে এবং একপর্যায়ে গ্রামের লোকজন সংগঠিত হয়ে বিএসএফ সদস্যদের ধাওয়া করে। তিনি ধারণা করেন, ১৫ মে বিএসএফ সদস্যদের ধাওয়া করার কারণে ১৬ মে বিএসএফ সদস্যরা রাতের অন্ধকারে দুরুলকে একা পেয়ে সুযোগ বুঝে হামলা করে এবং গুলি করে প্রতিশোধ নেয়। তিনি বলেন, বিএসএফ সদস্যদের উৎপাত ও

[১] দিনের বেলা প্রখর রোদ থাকায় কৃষকের জন্য ধান কাটা কষ্টকর হয়। কৃষকরা সূর্যের উত্তাপ থেকে গা বাঁচানোর জন্য ভোররাতের দিকে এবং দিনের প্রথমভাগে ধান কাটার জন্য যার যার ক্ষেতের দিকে যায়।

নিপীড়ণের কারণে ওই এলাকায় বসবাস করা বা জমিতে চাষবাষ করা আর নিরাপদ থাকছে না এবং বিএসএফ সদস্যদের কারণে বাংলাদেশের ভেতরে গ্রামের মানুষ সবসময়ে আতঙ্কগ্রস্থ থাকে এবং নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে বলে তিনি জানান।

ওমর ফারুক (২৩), দুরুল হুদার লাশের গোসলদানকারী

ওমর ফারুক অধিকারকে জানান, ১৬ মে ২০১২ ভোররাত আনুমানিক ৩.৩০ টায় ভারত এবং বাংলাদেশ সীমান্তের ১৮১/৮ এস পিলারের কাছে দুরুল ভুট্টা ক্ষেত পাহারা দেয়ার সময়ে বিএসএফ সদস্যদের গুলিতে আহত হওয়ার কথা গ্রামবাসীর কাছে জানতে পারেন। সে সময়ে তিনি অন্যান্য গ্রামবাসীর সঙ্গে দুরুলকে দেখতে ভুট্টা ক্ষেতের কাছে যান এবং তিনি দুরুলের পুরো শরীর রক্তাক্ত অবস্থায় দেখতে পান এবং নাভির কাছ থেকে রক্ত ঝরতে দেখেন বলে জানান। গুলিতে আহত হওয়ার পর দুরুলকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে আসা হয় এবং এরপর রাজশাহীতে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। সকাল আনুমানিক ৯.৪৫ টায় দুরুল রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। বিকাল আনুমানিক ৫.৩০ টায় দুরুলের লাশ গ্রামের বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। আনুমানিক ৬.০০ টায় দুরুলের লাশের গোসল দেয়ার সময়ে তিনি দুরুলের নাভির নিচে গুলিবিদ্ধ হওয়ার চিহ্ন দেখেন যেটা কোমরের পেছনের ডান পাশ থেকে বের হয়ে গেছে। এছাড়াও দুরুলের ডান কনুইয়ের নিচে আঘাতের চিহ্ন দেখেন বলে জানান। সন্ধ্যা আনুমানিক ৭.৩০ টায় দুরুলের লাশ জানাজা শেষে বাড়ির পাশে গ্রামের কবরস্থানে দাফন করা হয় বলে জানান।

হাবিলদার নজরুল ইসলাম, ক্যাম্প কমান্ডার, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি), আজমতপুর সীমান্ত ফাঁড়ি.

বিজিবির আজমতপুর সীমান্ত ফাঁড়ির হাবিলদার নজরুল ইসলাম অধিকারকে জানান, দুরুল হুদার মৃত্যুর ব্যাপারটি নিয়ে তিনি ১৭ মে ২০১২ সকাল আনুমানিক ৮.৪৫ থেকে সকাল ১০.০০ টা পর্যন্ত ভারতের মালদহ জেলার গোলাপগঞ্জ থানার শ্মশানী বিএসএফ ক্যাম্প কমান্ডার পি. বিশ্বাসের সঙ্গে পতাকা বৈঠক করেন। ১৮১/৭ এস সীমান্ত পিলারের কাছে ওই পতাকা বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। ভারত এবং বাংলাদেশের উভয় পক্ষের ক্যাম্প কমান্ডার ছাড়াও সীমান্তরক্ষী বাহিনীর ১০ জন করে সদস্য এ বৈঠকে অংশগ্রহণ করে বলে জানান

মোঃ ফজলুল করিম, ডিউটি অফিসার, শিবগঞ্জ থানা

মোঃ ফজলুল করিম অধিকারকে জানান, ১৬ মে ২০১২ ভোররাত আনুমানিক ৩.৩০ টায় শিবগঞ্জ থানাধীন আজমতপুর সীমান্তে ১৮১/৮ এস এর কাছে দুরুল হুদা তাঁর ভুট্টা এবং ধান ক্ষেত পাহারা দিতে গেলে ১২৫ বিএসএফ শ্বশানী ক্যাম্পের টহল দল গুলি ছোঁড়ে এবং এতে দুরুল গুরতর আহত অবস্থায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়ার পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। এ ব্যাপারে শিবগঞ্জ থানার পক্ষ থেকে এসপি, ডিএসবি চাঁপাইনবাবগঞ্জ কে জানানো হয়। থানা বেতার বার্তা নম্বর-৩৬৫ তারিখঃ ১৬.০৫.২০১২, রিসিভ নম্বর-১৬১৩৩০। ক্লিয়ারেন্স নম্বর-১৬১৩৪০।

মোঃ মাহমুদুল হাসান, এসআই ,রাজপাড়া থানা, মহানগর পুলিশ, রাজশাহী

মোঃ মাহমুদুল হাসান অধিকারকে জানান, ১৬ মে ২০১২ রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এর ওয়ার্ড মাষ্টার এস এম মাহবুবুর রশিদ এর অভিযোগের ভিত্তিতে দুপুর ১২:৪৫ টায় একটি অপমৃত্যু মামলা দায়ের করা হয়। মামলা নম্বর ২২৭/১২ তারিখঃ ১৬/০৫/১২। এজাহারে তিনি উল্লেখ করেন আজমতপুর গ্রাম থেকে দুরুল হুদা নামে এক ব্যাক্তি বিএসএফের গুলিতে আহত হয়ে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। সকাল আনুমানিক ৯.৩০ টায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গুরতর আহত অবস্থায় দুরুল হুদা ভর্তি হন এবং চিকিৎসাধীন অবস্থায় সকাল ৯.৪৫ টায় মারা যান। দুরুলের মৃত্যু হলে তিনি দুরুল হুদার লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করেন। এব্যাপারে একটি অপমৃত্যু মামলা হয়, যার মামলা নং ২২৭/১২, তারিখ-১৬/০৫/১২ বলে তিনি জানান। তিনি দুরুলের মৃত্যুকে একটি স্পর্শকাতর ঘটনা উল্লেখ করে সুরতহাল প্রতিবেদনের ব্যাপারে কিছু বলতে অপরাগতা জানান। তবে তিনি দুরুলের লাশের সুরতহাল প্রতিবেদনের ব্যাপারে জিল্লুর রহমান, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, রাজপাড়া থানা, রাজশাহী এর কাছে বিস্তারিত জানার জন্য অনুরোধ জানান।

জিল্লুর রহমান, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, (ওসি) রাজপাড়া থানা, মহানগর পুলিশ, রাজশাহী

ওসি জিল্লুর রহমান অধিকারকে জানান, ১৬ মে ২০১২ সকাল আনুমানিক ৯.৩০ টায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গুরতর আহত অবস্থায় দুরুল হুদা ভর্তি হন এবং চিকিৎসাধীন অবস্থায় সকাল ৯.৪৫ টায় মারা যান বলে দুরুল হুদার লাশের সুরতহাল প্রতিবেদনকারী রাজপাড়া থানার এসআই মোঃ মাহমুদুল হাসানের কাছে তিনি জানতে পারেন। এসআই মোঃ মাহমুদুল হাসান তাঁকে বলেন যে, দুরুল হুদার মৃত্যুর ব্যাপারে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওয়ার্ড মাষ্টার এস এম মাহবুবুর রশিদ এর অভিযোগের ভিত্তিতে দুপুর ১২:৪৫টায় একটি অপমৃত্যু মামলা দায়ের করা হয়েছে। যার মামলা নম্বর ২২৭/১২ তারিখঃ ১৬/০৫/১২। অধিকার তাঁর কাছে দুরুল হুদার লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন যে, দুরুল হুদার ডান হাতের কনুইয়ের নিচে ব্যান্ডেজ লাগানো ছিল। ব্যান্ডেজ খুলে দেখা যায়, কনুইয়ের নিচে দুই জায়গায় ১/৪" ইঞ্চি গর্তের মত ফুটো রক্তাক্ত জখম বিদ্যমান। পেটের মধ্যে ব্যান্ডেজ লাগানো আছে, ব্যান্ডেজ খুলে দেখা যায়, নাভীর সামান্য নিচে তিন জায়গায় ১/৪" ইঞ্চি গর্তের মত ফুটো রক্তাক্ত জখম বিদ্যমান।

ডা. মোঃ আলী মাজরুই রহমান, প্রভাষক, ফরেনসিক মেডেসিন বিভাগ, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

ডা. মাজরুই রহমান অধিকারকে জানান, ১৬ মে ২০১২ দুপুর আনুমানিক ২.০৫ টায় রাজপাড়া থানার পুলিশ সদস্যরা দুরুল হুদা নামের একজনের লাশ মর্গে আনে। তিনি ২.৩০ টা থেকে ৩.৩০ টা পর্যন্ত দুরুলের লাশের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন করেন । তিনি দুরুলের লাশে গুলির আঘাত দেখেন এবং কিছু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে আঘাত দেখেন বলে জানান।

অধিকার এর বক্তব্যঃ

অধিকার বিএসএফ সদস্যদের গুলিতে দুরুল হুদার নিহত হওয়ার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। এছাড়া বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে বাংলাদেশী নাগরিকদের নির্যাতন, হত্যা এবং গুম করার ব্যাপারে বিজিবি এবং সরকারের দুর্বলতায় ক্ষোভ প্রকাশ করছে। অধিকার সেই সঙ্গে দাবী করছে, যেন সরকার নিরস্ত্র বাংলাদেশীদের নিরন্তর ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর হাতে হতাহত হওয়ার বিরুদ্ধে দৃঢ় ভূমিকা গ্রহণ করে।

-সমাপ্ত-